ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৫২৬
আগরতলা, ০৯ মার্চ, ২০১৯

এক বছরের সাফল্য

কৃষি, পরিবহণ ও পর্যটন কাঙ্খিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

কৃষি, পরিবহণ এবং পর্যটন দপ্তরের এক বছরের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। আজ দুপুরে সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি, পরিবহণ এবং পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীসিংহরায় প্রতিটি দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পভিত্তিক সাফল্যের পরিসংখ্যান এবং আগামী দিনে দপ্তরসমূহের কর্ম পরিকল্পনার বিস্তারিত ব্যখ্যা করেন।

কৃষি দপ্তরের গত ৯ মার্চ, ২০১৮ থেকে ৮ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে রয়েছে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়, আনারসকে রাজ্যিক ফল হিসেবে ঘোষণা ও বাজারজাতকরণ, মৃত্তিকা পরীক্ষা, সয়েল হেলথ কার্ড বিতরণ, কৃষিজ উপকরণ যেমন বীজ, সার বন্টন, কৃষি ব্যবস্থায় যান্ত্রিকীকরণ, সব্জী উৎকর্ষ কেন্দ্র, বাণিজ্যিকভাবে ফুল চাষ, জলাধার নির্মাণ, ফসলবীমা প্রকল্পে সুবিধা প্রদান, আর্থিক ঋণের সুবিধা এবং প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদি বিষয়। কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ১,৫৪,৮৩৮ জন কৃষক অর্ন্তভুক্ত হয়েছেন। যার মধ্যে ৬০,১০০ জন কৃষকদের কাছে প্রথম কিস্তি হিসেবে ২০০০ টাকা করে অর্থরাশি পৌঁছে গেছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ১২ কোটি টাকা।

মন্ত্রী শ্রী সিংহরায় জানান, কৃষি দপ্তরের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের উপরও রাজ্য সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইতিমধ্যে ১২টি কৃষক জ্ঞানার্জন কেন্দ্র, ৯টি বাজার শেড, ৬টি বাজার স্টল, ২০০ মেট্রিকটন ক্ষমতা সম্পন্ন ৫টি বীজ গুদাম ও ৩০০০ মেট্রিকটন ক্ষমতা বিশিষ্ট ১টি সারের গুদাম নির্মিত হয়েছে। আরও বেশ কিছু কৃষক জ্ঞানার্জন কেন্দ্র, বাজার স্টল, বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলছে।

তিনি বলেন, আগামী ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার যে কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিয়েছেন সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রাজ্যের কৃষি দপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প সাফল্যের সঙ্গে রূপায়ন করছে। তাছাড়া রাজ্য সরকার ফুল চাষের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। সম্প্রতি সিদ্ধান্ত হয়েছে যে রাজ্যের জাতীয় সড়ক ও রাজ্যিক সড়কের দু'পাশে ফুল ও ফলের গাছ লাগানো হবে। এরফলে ফুলচাষীদের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে বলে মন্ত্রী শ্রী সিংহরায় জানান। রাষ্ট্রপতি রাজ্যের 'ক্যুইন'প্রজাতির আনারসকে রাজ্যিক ফল হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। রাজ্য সরকার বহিঃরাজ্য ও বিদেশে আনারস রপ্তানীর ব্যবস্থা করেছেন। সর্বমোট ৮২৯১ কেজি আনারস রপ্তানী করার ব্যবস্থা করে। যার মধ্যে ৫১৫০ কেজি আনারস দুবাই ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে পাঠানো হয়েছে।

****২য় পাতায়

তিনি বলেন, কৃষি দপ্তর রাজ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। অনাবাদী জমিকে চাষযোগ্য করার প্রচেষ্টা চলছে দপ্তরের। তিনি বলেন, লক্ষ্য অনেক। একবছরে সব শেষহয়ে যাবেনা। দুর্বলতা ও ত্রুটি কাটিয়ে কাঙ্খিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব বলে মন্ত্রী শ্রী সিংহরায় অভিমত ব্যক্ত করেন।

পর্যটন দপ্তরের কাজকর্মের এক বছরের সাফল্যের চিত্র হিসেবে তিনি রাজ্য সরকারের পর্যটন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীর কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, পর্যটন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও রূপরেখা নিয়ে এগিয়ে চলেছে তার প্রভাব সুদৃঢ় প্রসারী। রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে পর্যটন রাজ্য বানাবার লক্ষ্যে কাজ করে চলছে। সাব্রুম সীমান্তে ফেনী নদীর উপর ব্রিজটি তৈরী হয়ে গেলে এবং চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার করা গেলে ত্রিপুরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার করিডর হবে বলে পর্যটন মন্ত্রী শ্রী সিংহরায় অভিমত ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, পূর্বতন সরকার রাজ্যের পর্যটন শিল্পের বিকাশে তেমন কোন গুরুত্ব দেয় নি। ফলে পর্যটনকে ঢেলে সাজানোর জন্য কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয় নি। তিনি বলেন, ২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২ অর্থবর্ষ পর্যন্ত ২২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা ফেরৎ দেওয়া হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সম্পন্ন না করার জন্য। রাজ্যের পর্যটন শিল্পের বিকাশে রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র নীরমহলকে ঢেলে সাজানোর একাধিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে বলে পর্যটন মন্ত্রী জানান। এছাড়াও আখাউড়া চেক পোষ্ট, চোত্তাখোলা মৈত্রী উদ্যান নতুন করে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে সাজিয়ে তোলা, বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে লগ হাট নির্মাণ বিভিন্ন ট্যুরিষ্ট লজের সংস্কার ইত্যাদি কাজ করা হয়েছে। ভাংমুনে ফুলদংশাই ট্যুরিষ্ট লজ নির্মাণ করা হয়েছে এবং এর জন্যে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা। তিনি বলেন, বাংলাদেশের পর্যটকদের ত্রিপুরায় আগমন আরও সহজতর করতে কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ভারত সরকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সাথে কথা বলে দু'টি ভিসা অফিস চালু করা হয়েছে। এর ফলে প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে পর্যটক আগমন বাড়বে এবং রাজ্যের রাজস্বও বৃদ্ধি পাবে বলে পর্যটন মন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ২৪টি পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র নীরমহল, ছবিমুড়া, নারিকেলকুঞ্জ, মাতাবাড়ি ও উজ্জয়ন্ত প্রসাদ। উজ্জয়ন্ত প্রসাদে লাইট এন্ড সাউন্ড সিস্টেম চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে আগরতলার সার্কিট হাউস সংলগ্ন স্থানে একটি চার তারকা বিশিষ্ট হোটেল নির্মাণের কাজ চলছে। স্বদেশ দর্শন-টু নামক প্রকল্পের ভারত সরকার ৬৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। ধর্মীয় স্থানগুলিকে আরও উন্নয়নের লক্ষ্যে 'প্রসাদ' প্রকল্পে ৪৬ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা প্রস্তাব ভারত সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছে। এই প্রথম সরকারের উদ্যোগে গত ২২ থেকে ২৪ নভেম্বর আগতলায় সম্পন্ন হয়েছে আন্তর্জাতিক পর্যটন মার্ট। এতে ৫৩ জন বিদেশী ও ১৫০ জন ভারতীয় প্রতিনিধি অংশ নেন। এছাড়া ভারতবর্ষকে জানো কর্মসূচিতে ৮টি দেশের প্রবাসী ভারতীয় দল ত্রিপুরা ভ্রমণ করে গেছেন।

****৩য় পাতায়

তিনি জানান, আখাউড়া চেকপোষ্টকে পাঞ্জাবের ওয়াঘা সীমান্তের অনুকরণে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। উদয়পুরের ৬টি দিঘিকে আরও আকর্ষণীয় করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরকে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরার জন্য একটি সুসংহত মাষ্টার প্ল্যান হাতে নেওয়া হয়েছে। অমরপুরের সাগরিকা, ধর্মনগরের জুরী ও যতনবাড়ির রাইমা ট্যুরিষ্ট লজ সংস্কারের কাজ চলছে। পরিবহণ দপ্তরের সাফল্য তুলে ধরে পরিবহণ মন্ত্রী শ্রী সিংহরায় জানান, এই দপ্তরকে জনমুখী করার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যে সর্বপ্রথম APP ভিত্তিক অন ডিমান্ড Transportation Technology Aggregator(TODTTA) পরিবহণ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। জুগনো এবং রাইডজো কেভস নামক সংস্থাকে অ্যাপ ব্যাসড যাত্রী পরিবহণে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি জেলা পরিবহণ দপ্তরকে অনলাইন বাহন পরিষেবার আওতায় আনা হয়েছে। রাজ্যে এই প্রথম ই- রিক্সা পরিবহণ নীতি প্রণয়ণ করা হয়েছে এবং ই-রিক্সা রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। ধর্মনগর ও উদয়পুরে টাউন বাস সার্ভিসের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যারা প্রকৃত অটোচালক তাদেরকেই আটো পারমিট দেওয়া হবে। এক ব্যাক্তির একাধিক অটোর পারমিট থাকলে তাদের বৈধতা যাচাই করা হবে।

পরিবহণ মন্ত্রী জানান, উদয়পুরের মহারানী থেকে সোনামুড়া হয়ে বাংলাদেশের দুধকান্দি দিয়ে মেঘনা নদীর সঙ্গে জলপথে পণ্য পরিবহনের ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে জয়েন্ট টেকনিক্যাল কমিটি খুব শীঘ্রই রাজ্য সফর করবে। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, চলতি অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ট্যাকস অন ভ্যাহিক্যালস- এ মোট ৬৯ কোটি ৬৭ লক্ষ ১৫০৯ টাকা রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই রাজস্ব সংগ্রহের পরিমান ৮০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব এম এল দে , পরিবহন দপ্তরের সচিব এল এইচ ডারলং এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডি পি সরকার, পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা শ্রীমতি বিশ্বশ্রী বি এবং অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

*****